গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

বিষয়ঃ মে, ২০১৯ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
তারিখ ঃ ১৬-০৬-২০১৯ খ্রিঃ
সময় ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক।

আলোচনা ঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার প্রথমে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিতে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তে কোন আপত্তি/বিচ্যুতি না থাকায় তা দৃঢ়করণ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (সংসদ ও সমন্বয়) ১২-০৫-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ সভায় তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য কর্মসূচি।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য কর্মসূচি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। <u>১৭ মার্চ, ২০২০ :</u> জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আজীবন ফেরিঘাট ও লঞ্চ ঘাটের টোল ফ্রি সুবিধা প্রদানের ঘোষণা।	বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি
			২। <u>মার্চ মাসের সুবিধাজনক সময় :</u> (ক) ১৮-০৩-২০২০ বা ১৯-০৩-২০২০ তারিখ ০১ (এক) দিন ব্যাপী ১ম সেমিনার আয়োজন। আলোচ্য বিষয়: বঙ্গবন্ধু ও নদীমাতৃক বাংলাদেশ। (খ) ১৮-০৩-২০২১ বা ১৯-০৩-২০২১ তারিখ ০১ (এক) দিন ব্যাপী ২য় সেমিনার আয়োজন। আলোচ্য বিষয়: বঙ্গবন্ধু ও সুনীল অর্থনীতি।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর
			৩। <u>মার্চ, ২০২০ :</u> তুরাগ নদীর তীরে লেজার শো প্রদর্শন।	বিআইডব্লিউটিএ
			৪। <u>মার্চ, ২০২০ :</u> নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থাসমূহ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার সংকলন প্রকাশ। ও নদী ও নৌপথ এবং এ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সংকলন প্রকাশ।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দপ্তর/সংস্থা (সকল)।
			৫। <u>মার্চ, ২০২০ :</u> জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এর সাথে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত ছবি নিয়ে এ্যালবাম তৈরি ও তা বিভিন্ন দূতাবাসসহ অন্যান্য স্থানে বিতরণ।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দপ্তর/সংস্থা (সকল)।
			৬। <u>মার্চ, ২০২০ :</u> নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত ৫-১০ মিনিটের ডকুমেন্টারি তৈরি (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দপ্তর/সংস্থা (সকল)।

			বক্তব্যসহ)। ৭। এপ্রিল, ২০২০ : খানপুরঘাট, নারায়ণগঞ্জে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিফলক স্থাপন। ৮। মে, ২০২০ : বঙ্গবন্ধু বিদেশী যে সমস্ত অতিথীদের নিয়ে নৌ ভ্রমণে গিয়েছেন সে বিষয়ে তথ্যচিত্র তৈরি (ছবির এলবাম)। ৯। জুলাই, ২০২০: বিভিন্ন জেলায় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন। ১০। আগস্ট, ২০২০ : জাতীয় শোক দিবস পালনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ। ১১। সেপ্টেম্বর, ২০২০ : ৪টি নতুন মেরিন একাডেমির শিক্ষা কার্যক্রম চালু। ১২। অক্টোবর, ০৬ : বিশ্ব নৌ দিবসে ''বঙ্গবন্ধু নদী পদক" প্রদান । ১৩। ডিসেম্বর, ২০২০ : বিএসসি'র জাহাজসমূহের প্রদর্শনী/তথ্য চিত্র প্রদর্শনী। ১৪। ১০ জানুয়ারী, ২০২১: বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে অনুষ্ঠানের আয়োজন। ১৫। ফেব্রুয়ারি, ২০২১ : বিআইডব্লিউটিএ এবং বিআইডব্লিউটিসি'র পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্য চিত্র প্রদর্শনী/আলোচনা সভা। ১৬। ০৭ মার্চ, ২০২১ : ০৭ মার্চ উদযাপনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ। ১৭। ১৭ মার্চ, ২০২১ : বরেণ্য ব্যক্তি/জাতীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে নৌ ভ্রমণের আয়োজন।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটিএ বিআইডব্লিউটিসি বিআইডব্লিউটিএ ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দপ্তর/সংস্থা (সকল) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দপ্তর/সংস্থা (সকল)। বিআইডব্লিউটিএ এবং বিআইডব্লিউটিসি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটিসি
২.	০৬ অক্টোবর-২০১৯ বিশ্ব নৌ দিবস উদযাপন সংক্রান্ত	০৬ অক্টোবর – ২০১৯ বিশ্ব নৌ দিবস উদযাপনের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	০১। ০৬ অক্টোবর-২০১৯: বিশ্ব নৌ দিবসে বঙ্গবন্ধু নদী পদক প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানঃ ভেনুঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র। প্রধান অতিথিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠান সূচিঃ সকাল ৯.৩০ : সম্মানিত অতিথিদের উপস্থিতি ১০.০০: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন ১০.০৫: পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হতে পাঠ ১০.১৫: স্বাগত বক্তব্য: নৌ সচিব ১০.২০: ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন ১০.৩০: নারী নাবিক কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্মাননা প্রদান ১০.৪০: বিশেষ অতিথির বক্তব্য ১০.৪৫: বিশেষ অতিথির বক্তব্য ১০.৫৫: সভাপতি- নৌ প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য ১১.০০: মাননীয় প্রধান অতিথির বক্তব্য	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

			১১.১৫: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ১১.৪৫: অনুষ্ঠান সমাপ্তি। ০২। দিবসের প্রতিপাদ্য- Empowering Women in the Maritime Community এর উপর ১ – ১$\frac{১}{২}$ মিনিটের Audio Visual চিত্র তৈরী করা। ০৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মাননা স্মারক তৈরি। ৪। ০৬ অক্টোবক-২০১৯: ১২.০০-০২.০০: সেমিনার বিষয়বস্তুঃ World Mritime Day ০২.০০: মধ্যাহ্ন আহার। ০৫। ০৭ অক্টোবর ২০১৯: চট্টগ্রাম, মোংলা এবং পায়রা বন্দর ও সকল নদী বন্দর: সেমিনারঃ বিষয়-সমুদ্র নিরাপত্তা (ক) র‍্যালি (৭/৮ অক্টোবর ২০১৯) (খ) বিচ/নদী ক্লিনিং (সুবিধা মত সময়/তারিখে) (গ) পোর্ট ক্লিনিং (সুবিধা মত সময়/তারিখে) (ঘ) পথ নাটক/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সুবিধা মত সময়) ০৬। জেলা পর্যায়েঃ সেমিনারঃ বিষয়-নৌ নিরাপত্তা (ক) র‍্যালি (৭/৮ অক্টোবর ২০১৯) (খ) নদী পরিষ্কারকরণ (সুবিধা মত সময়/তারিখে) (গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সুবিধা মত সময়ে) ০৭। বিশ্ব নৌ দিবসে বন্দর এলাকা আলোকসজ্জিতকরণ/শহরের উল্লেখযোগ্য স্থানে নৌ নিরাপত্তা সমুদ্র নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন/উল্লেখযোগ্য স্থানে ডিসপ্লে বোর্ড প্রদর্শন/ব্যানার, ফেস্টুন দ্বারা বন্দর এলাকা সজ্জিতকরণ। ০৮। বিটিভি/রেডিও এবং বেসরকারি বিভিন্ন চ্যানেলে আলোচনা/টক শো-র আয়োজন। ০৯। বিশ্ব নৌ দিবস এর সকল কর্মসূচি যথাযথভাবে উদযাপনের জন্য পরবর্তীতে আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সংগঠনের সাথে সভা করা হবে। ১০। দিবসটি সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। নৌপরিবহন অধিদপ্তর/চবক/মবক/ পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ/বিআইডব্লিউটিএ। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন চবক/মবক/পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ/ বিআইডব্লিউটিএ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/ নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ বিআইডব্লিউটিএ। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন সংক্রান্ত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন সংক্রান্তের বিষয়ে ১৭টি সিদ্ধান্ত নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয় এবং সে মোতাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা-কে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান দেয়া হল।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দপ্তর/সংস্থা (সকল)।
৪.	সচিব সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।	গত ১২ মে, ২০১৯ তারিখের সচিব সভার সিদ্ধান্ত গুলো সভায় আলোচনা করা হয়।	গত ১২ মে, ২০১৯ তারিখের সচিব সভার ১৫টি সিদ্ধান্ত সভায় আলোচনা করা হয় এবং সে মোতাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা-কে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান দেয়া হল।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দপ্তর/সংস্থা (সকল)।

৫.	অনিষ্পন্ন বিষয়াদি	(১) বিআইডব্লিউটিএ ঃ (ক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকার চারপাশের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু নদীসহ চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও দখল পুনরুদ্ধার এবং সরকার পক্ষে নদীর তীর ভূমির দখল বজায় রাখার জন্য ওয়াকওয়ে, বনায়ন ও নদীর তীর ভূমির উন্নয়ন কার্যক্রম এর অগ্রগতি সম্পর্কে বিআইডব্লিউটিএ এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান অগ্রগতি তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন এবং সার্বিক বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।	(ক) (১) উদ্ধারকৃত জমি/স্থান জনগণের ব্যবহার উপযোগী, ওয়াকওয়ে ও পার্ক স্থাপন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নদী রক্ষার পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। (২) অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও সেখানে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সর্বশেষ তথ্য মন্ত্রণালয়ে জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে। (৩), নদী রক্ষা ও অপসারণ কার্যক্রমের তথ্য জনগণের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন এবং প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ডিসপ্লেতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) নদীর তীরভূমি/নতুন জেগে ওঠা চর (যেমন মেঘনার ভিতরের চর) সাফারি পার্ক/পর্যটন-কেন্দ্র করণের প্রস্তাব/ উদ্যোগ নিতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
		(খ) বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালুর নদীসহ ঢাকার সচারপাশের নদীসমূহ দূষণমুক্ত রাখা এবং নদীর পানির গুনাগুন মান বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	(খ) (১) বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত "৪১ ড্রেজার প্রকল্পের " মাধ্যমে নদী পরিষ্কারে ৬টি ভ্যাসেল ক্রয় দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (খ) (২) কিভাবে নদীর পানি দূষণ রোধ করা যায় এ বিষয়ে BUETসহ বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করতে হবে। (খ) (৩) নদী দূষণ রোধে নিয়মিত মোবাইল কোট পরিচালনা করা হবে। শীঘ্রই মোবাইল কোট পরিচালনার পূর্বে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার করতে হবে। (খ) (৪) নদী পরিষ্কার অভিযানে বিভিন্ন এনজিও এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। (খ) (৫) River cleaning day- বাস্তবায়নে প্রতি মাসে ০১ দিন সুনির্দিষ্ট করে নদী পরিষ্কারের উদ্যোগসহ এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) (৬) নদী পরিষ্কার অভিযান সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য মন্ত্রণালয় হতে মনিটরিং টীম প্রেরণ করতে হবে।	বাস্তবায়নে সকল সংস্থা/দপ্তর।
		(গ) চাঁদপুর নদী বন্দরের ফোরশোর সীমানা নির্ধারণ ও জমি হস্তান্তর : চাঁদপুর নদী বন্দরের কতটুকু তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট হস্তান্তরের প্রয়োজন হবে এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (টিএ) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে, দাখিলকৃত প্রতিবেদনে ৪৫.২৬৫৪ একর তীর ভূমি বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট হস্তান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে। ফোরশোর ভূমি চিহ্নিত পরিমাপ করার জন্য ০২-০৭-২০১৮ তারিখে চাঁদপুরের অতিরিক্ত জেলা	(গ) জেলা প্রশাসন, চাঁদপুরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যহত রেখে চাঁদপুর নদী বন্দরের ফোরশোর সীমানা নির্ধারণ ও জমি হস্তান্তরের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা

		প্রশাসক, রাজস্বকে আহ্বায়ক করে ০৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৬-১১-২০১৮ তারিখের এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্বের তালিকা যাচাইবাচাই করে জমির পরিমানসহ একটি হালনাগাদ খতিয়ান তৈরি, ০৩টি মৌজার সিএস, আরএস, বিএস সার্ভেসহ নকশাশীট সহকারে তথ্য, উপাত্ত, রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করে সহকারী কমিশনার ভূমি, চাঁদপুরকে প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।		
		(ঙ) কক্সবাজার নদী বন্দরের তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ-এর নিকট হস্তান্তর ঃ এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিএ'র সমন্বয়ে যৌথ জরীপ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত জানা যাবে।	(ঙ) জেলা প্রশাসকের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রেখে কক্সবাজার নদী বন্দরের তীরভূমির উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ১। তীরভূমির চারপাশ দখলমুক্ত করতে হবে। ২। সংশ্লিষ্ট শাখা এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করে Study Report সংগ্রহের ব্যবস্থা নিবেন।	বিআইডব্লিউটিএ / মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা
		(২) বিআইডব্লিউটিসি ঃ **(ক) বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক পরিচালিত ফেরিগুলোতে বাড়তি জ্বালানী খরচ বাবদ ০৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় শিরোনামে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তরের সংবাদের প্রেক্ষিতে তদন্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণঃ** বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক ফেরিতে ০৮ মাসে "বাড়তি জ্বালানী খরচ সাড়ে ০৬ (ছয়) কোটি টাকা শিরোনামে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায়" গত ১১.০৭.২০১১ তারিখে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রতিবেদন জমা দেন। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ১৮-১১-২০১৮ খ্রি: ৩০৮ নং স্মারক পত্রে BIWTC হতে দীর্ঘদিন যাবৎ একই কর্মস্থলে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা প্রেরণে বলা হয়। চাহিদাকৃত তালিকা এখনও পাওয়া যায়নি।	(ক) তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে একই কর্মস্থলে দীর্ঘদিন কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি/ মন্ত্রণালয়ের টিসি শাখা
		খ) সদরঘাট হতে কক্সবাজার/ইনানী পর্যন্ত রুটে পর্যটকদের সেবায় সি-ক্রুজ চালুর উদ্যোগ গ্রহণঃ	(খ) বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক বর্তমানে কোন স্থানে কতটি ফেরি/নৌযান চালু রয়েছে এবং তাতে কি	বিআইডব্লিউটিসি/ মন্ত্রণালয়ের টিসি শাখা

		ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের (ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা) নৌপথে সি-ক্রুজ চালু করা হয়েছে। প্রথম ভ্রমনের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয় সহ সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে ভ্রমনকারী কর্মকর্তাদের বক্তব্য সভায় শোনা হয় এবং পর্যালোচনা করা হয়।	পরিমান তেল খরচ হচ্ছে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। সর্বোপরি তেল ব্যবহারে নজরদারী বৃদ্ধিসহ অপচয় রোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। (খ) (১) ভ্রমন কমিটির প্রাপ্ত তথ্য পাওয়ার পর তাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) , (২) বিআইডব্লিউটিসি'র নির্মাণাধীন ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণের পর ঢাকা-কক্সবাজার/ইনানী, খুলনা-কক্সবাজার/ ইনানী, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার/ইনানী, বরিশাল-কক্সবাজার/ইনানী রুটগুলো সমীক্ষা সাপেক্ষে পর্যটন নৌ ক্রুজ চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। (খ) (৩) নৌপরিবহন অধিদপ্তর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে আলোচনা করে পর্যটন সি-ক্রজ চালুর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	
		<u>(৩) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মোবক)</u> <u>(ক) মোবকের শূন্য পদের জনবল নিয়োগঃ</u> মোবকে শূন্য পদে জনবল নিয়োগ করতে হবে। এ বিষয়ে পুলিশ ভেরিফিকেশন দুততর সময়ে সম্পন্ন করার নিমিত্ত সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৫৯ টি শূণ্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীণ রয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।	(ক) মোবকের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দুত সম্পন্ন করতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ/মন্ত্রণালয়ের মোবক শাখা।
		<u>(খ) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সংশোধিত কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ১৯৯১ এর সংশোধনী প্রস্তাব।</u> মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সংশোধিত কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ১৯৯১, এর সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করণ করতে হবে। নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন করে নতুন নিয়োগ বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে মর্মে সভায় জনানো হয়।	(খ) আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে প্রবিধানমালা, ১৯৯১ এর প্রস্তাব প্রস্তুত করে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ/মন্ত্রণালয়ের মোবক শাখা।
		<u>(৪) বিএসসি (বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন)</u> <u>(ক) বিএসসি এর নিজস্ব চাকুরী প্রবিধানমালা তৈরী:</u> মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা ও বিএসসি এর সংশ্লিষ্টগণ দ্রুত প্রবিধানমালা তৈরির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	(ক) বিএসসি এর নিজস্ব চাকুরী প্রবিধানমালা আগামী ২ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে।	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন/ মন্ত্রণালয়ের বিএসসি শাখা।
		<u>(৫) নৌপরিবহন অধিদপ্তর ঃ</u> <u>(ক) নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে তদন্তকরণ:</u>	(ক) আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে প্রতিবেদন দাখিল করতে সভা হতে বলা হয়।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের জাহাজ শাখা।

		প্রধান প্রকৌশলী বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তের জন্য গত ২২/০৪/২০১৮ তারিখে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) কে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি। দ্রুত তদন্তকরে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে মর্মে কমিটি আহ্বায়ক সভায় জানান।		
		(খ) মার্চেন্ট শিপিং এর জন্য ৫৭২ টি পদ সৃজন এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২৩/০১/২০১৭ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে তারা পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদিসহ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে। সে প্রেক্ষিতে নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে টেলিফোনে জানানো হয়েছে যে, প্রস্তাবটি শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে।	(খ) অধিদপ্তর হতে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দ্রুততার সাথে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের জাহাজ শাখা।
		(৬) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ঃ **(ক) বন্দর এলাকায় বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিচালনার জন্য পদ সৃজন** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৬-০২-২০১৯ তারিখের পত্রের আলোকে কতিপয় তথ্য/প্রমাণ ছক ভিত্তিক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	(ক) বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে শাখা কর্মকর্তা ও দপ্তরের প্রতিনিধি সচেষ্ট হবেন।	চট্টগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষ/ মন্ত্রণালয়ের চবক শাখা।
		(খ) চবক হাসপাতালের ৫৯ টি প্রয়োজনীয় পদ সৃজন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২১-০৫-২০১৮ তারিখের পত্র মোতাবেক কতিপয় তথ্যাদি ও পদ সৃজনের চেকলিস্ট মোতাবেক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য ৪-৬-২০১৮ তারিখের পত্রে চবককে অনুরোধ করা হয়েছে। ১২-১১-২০১৮ তারিখে তথ্যাদি পাওয়া গেছে এবং তা প্রেরণের নিমিত্তে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	ঐ	চট্টগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষ/ মন্ত্রণালয়ের চবক শাখা।
		(গ) চবক এর অপারেশনাল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এর পদের নাম পরিবর্তন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সংশোধিত প্রস্তাব দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	ঐ	চট্টগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষ/ মন্ত্রণালয়ের চবক শাখা।
৬.	শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে ঃ	প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত সভার সর্বশেষ সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল	১। মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর/ সংস্থায় বিদ্যমান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে	সকল দপ্তর/সংস্থা

		দপ্তর/সংস্থায়কে বিদ্যমান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং উক্ত পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম নিয়মিত অবহিত করতে বলা হয়েছে।একই সাথে সর্বশেষ জারিকৃত নিয়োগ বিধি, কোটা বিভাজন যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম শেষ করতে হবে।	নিয়মিত অবহিত করতে হবে। সকল ধরণের নিয়োগ বিধি, কোটা বিভাজনের যথাযথ বিধি প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব মহোদয়ের ০৪-০৩-২০১৯ তারিখের পত্রের নির্দেশনার আলোকে শূণ্য পদের বিপরীতে সুস্পষ্ট নিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। ৩। নিয়োগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার আইন কানুন, বিধি বিধান অনুসরণ করে নিয়োগ সমন্বয় করার জন্য সংস্থা প্রধান, নিয়োগ বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের মনোনিত প্রতিনিধিকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। **৪। নিয়োগ পরীক্ষায় প্রতিটি পদের বিপরীতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ৩/৪ জন প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করতে হবে।** **৫। মৌখিক পরীক্ষার সময় আবেদিত প্রার্থীর বিপরীতে বোর্ডের সকল সদস্য আলোচনার ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন।** **৬। বিধিবিধান প্রতিপালন করে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে।** ৭। শূণ্য পদের নিয়োগ ৬ মাসের মধ্যে, সম্ভব হলে ০৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ৮। লিখিত পরীক্ষার জন্য BUET অথবা IBA এর সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। ৯। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। ১০। নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ সভা থেকে শুরু করে আবেদন যাচাইবাছাই, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ফলাফল চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত নিশ্চিত করতে হবে। ১১। টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে। ১২। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। **সকল দপ্তর/সংস্থাকে প্রতি মাসে তাদের নিয়োগের রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ের সভায় উপস্থাপন করতে হবে।**	
৭.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ প্রসঙ্গে ঃ	এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রেরিত অগ্রগতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। দপ্তর/সংস্থার মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির অডিট আপত্তির বিস্তারিত তালিকা এবং নিষ্পত্তিকৃত তালিকা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবে। যত দ্রুত সম্ভব অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত হয়। যুগ্মসচিব (অডিট) বিষয়গুলো তদারকি ও যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা নিবেন। ২। মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে প্রতিমাসে দ্বিপাক্ষিক/ত্রিপাক্ষিক সভা করবে এবং এ ধারা অব্যাহত রেখে আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ৩। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) সভাপতিতে বিআইডব্লিউটিসিতে ত্রিপক্ষীয় সভা করতে হবে। তাদের অডিট আপত্তির সংখ্যা জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে কমিয়ে আনতে হবে।	অডিট শাখা, সকল দপ্তর/সংস্থা
৮.	মামলা সংক্রান্ত ঃ	মামলার নোটিশ প্রাপ্তির পরই ওকালতনামা, আইনজীবী নিয়োগ, অনুচ্ছেদ ওয়ারি বক্তব্য তৈরি করে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নিকট পৌছানো এবং Contempt of	সংস্থাভিত্তিক মামলার অগ্রগতি নিয়ে নিয়মিত পর্যলোচনা সভা করতে হবে।	

		Court এর বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংস্থা প্রধানগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান ও দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।		
৯.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত ঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়াও বর্তমানে অত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৮টি প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা দ্রুত ও যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য সভা থেকে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করা হয়।	১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রদত্ত নির্দেশনার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে যথাযথভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে আরও সতর্ক হতে হবে। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কোন অবস্থায় পেন্ডিং রাখা যাবে না। ৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৪ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়'কে অবহিত করবে। প্রাপ্ত তথ্য নিয়মিত সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে আপলোডের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৫। বিভিন্ন প্রকল্প এর সাথে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক প্রকল্প কাজের অগ্রগতি মনিটরিং/পরিদর্শন করবেন। ৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন জটিলতা থাকলে তা জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। ৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে পর্যালোচনা সভা করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা
১০.	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংক্রান্ত ঃ	মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ কার্যদিবসের পূর্বে দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। শাখাসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ কার্যদিবসের পূর্বে দপ্তর/সংস্থা হতে সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী সচিব সমন্বিত প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। ২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। ৩। পেন্ডিং থাকা ০৭টি আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	সকল শাখা
১১.	ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম সংক্রান্তঃ	(ক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রমের সমুদ্র সম্পদ আহরণ এবং এ সংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি গত ১৬-০৮-২০১৮ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জালানী ও খনিজ সম্পদের ব্লু-ইকোনমি সেলে ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং সংশ্লিষ্ট	১। সংস্থা ভিত্তিক ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। ২। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে। ৩। ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্তকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৪। সকল স্টোক হোল্ডারদের নিয়ে ১৪ মার্চ ২০১৯ একটি সভা করতে হবে।	আই.ও.শাখা

		অপরাপর বিষয়দি পর্যালোচনার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ব্লু-ইকোনমি এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে গত ১৩-০৯-২০১৮ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অগ্রগতি সভার আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রতি মাসে একবার ব্লু-ইকোনমি সেলের সভা করে এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।	,	
১২.	আইন বাংলায় অনুবাদ সংক্রান্ত ঃ	পেন্ডিং থাকা ০৭টি আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	ক) যে আইনগুলো এখনো বাংলায় যুগোপযোগী করে অনুবাদ করার কাজ শেষ হয়নি, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) আইনগুলো অনুবাদের বিষয়ে সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে, সে সাথে বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নিয়োগের খরচ স্ব-স্ব সংস্থাগুলো বহন করবে। (গ) আইন ও বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে হবে। (ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	আইন শাখা
১৩.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ঃ	APA টিম এর সংশ্লিষ্ট ফোকাল পার্সন (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক নয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তা পূরণ করা হয়নি। সে তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন । বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে BIWTA, BIWTC, CPA, MPA কে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণে বলা হয়। ২। APA টিম নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন । উক্ত বিষয়ে সকলের তদারকি বাড়াতে হবে। ৩। APA ১০০% বাস্তবায়ন করতে হবে। ৪। BIWTA, BIWTC, CPA ও MPA কে কাজের সার্বিক উন্নয়ন করতে হবে। APA বাস্তবায়নে সবাইকে সতর্ক হতে হবে। প্রতি মাসে এর অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা
১৪.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ঃ	(১) দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারনা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(১) দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারনা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা
১৫.	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)ঃ	তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক তথ্য সভায় উপস্থাপন করে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা
১৬.	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ঃ	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি বিষয়ে যুগ্মসচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে	প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়।	সংশ্লিষ্ট শাখা

		নিয়মিত সভা করা হয় মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।		
১৭.	মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত ঃ	ই-ফাইলিং কার্যক্রম ছোট মন্ত্রণালয়ের ক্যাটাগরিতে (সি-ক্যাটাগরি) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রথম স্থান অধিকার করায় সভাপতি সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন যে , এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়া ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ইনোভেশন, ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সভায় আলোচনা হয়।	১। মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং বিষয়ে শাখাসমূহের প্রস্তুতকৃত বিভাজন অনুযায়ী মাসে স্কোর নিশ্চিতকরণ করতে হবে। ২। শাখা কর্মকর্তাগণ (সহঃ সচিব/সিঃ সহঃ সচিব/উপসচিব) প্রতি সপ্তাহে ১ দিন (হতে পারে বুধবার বেলা ২.৩০ ঘটিকা) উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কি না তা প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনাপূর্বক নিশ্চিত করতে হবে । ৩। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ (যুগ্মসচিব ও তদুর্ধ) দিনে ২বার ই-ফাইলিং এ প্রবেশকরতঃ আগত নথি/ডাক নিষ্পত্তি করবেন। ৪। শাখা ভিত্তিক পারফরমেন্স সকলের অবগতির জন্য মাসিক সমন্বয় সভায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জণের বিষয়ে শাখার কর্মকর্তাগণ সভাকে অবহিত করবেন। ৫। ই-ফাইলিং কার্যক্রমে পারফরমেন্স নিম্নে অবস্থিত সংস্থা/শাখার প্রধানগণকে অধিকতর নজর দানের নির্দেশনা দেয়া হলো। ৬। মন্ত্রনালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা কে ই-ফাইলিং এর কাজের অগ্রগতি বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সাহায্য নিতে হবে। ৭। নিয়মিত সভার মাধ্যমে ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবে। ৮। ওয়েব সাইটে প্রচারযোগ্য তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড করতে হবে এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখতে হবে। সকল শাখা অধিশাখা- এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আইসিটি শাখাকে সহায়তা করবে।	আইটি শাখা
১৮.	এডিপি বাস্তবায়ন	মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর সাহায্য এডিপি অগ্রগতি বাস্তবায়ন করতে হবে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নের হার ৪৩% অপর দিকে বিদ্যুৎ বিভাগে এডিপি বাস্তবায়নের হার ৫৬.৪% । নিজস্ব প্রকল্পে অর্থ ব্যায়ের ক্ষেত্রে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ১২তম । অতএব অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের তুলনায় এ মন্ত্রণালয় নিজস্ব বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে পারেনি।	৩০ মে এর মধ্যে এডিপির সকল অর্থ ব্যয় করতে হবে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর এর প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিবে।	পরিকল্পনা শাখা
১৯	বিবিধ	১। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন গৃহিত সকল প্রকল্প ও তার মনিটরিং কার্যক্রম বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ২। ঝড় ঝঞ্ঝা হতে নৌদূর্ঘটনা রোধ করা, নৌ-নিরাপত্তা জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করা, নদীর পানি পরিষ্কার	১. (ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর শেষের দিকে হওয়াই বিষয়টি বিবেচনা করে অধিক গুরুত্ব দিয়ে এই অর্থ বছরে গ্রহণকৃত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মনিটরিং কর্মকর্তাগণ নিয়মিত প্রকল্প সমূহ পরিদর্শন শেষে জরুরি ভিত্তিতে মতামত/প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করবেন এবং প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ দুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ২। (ক) ঝড় ঝঞ্ঝা হতে নৌদুর্ঘটনা রোধ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) নৌদুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার	উন্নয়ন শাখা

		রাখা, নৌযানবাহনে বিনোদনের ব্যবস্থা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	জন্য মাইক, টেলিভিশন ও রেডিও তে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম প্রচার করতে হবে। (গ) নৌনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্লাকার্ড ও ব্যানারে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। (ঘ) মাসে ০১ দিন ''নদী পরিষ্কার দিবস" উৎযাপন করতে হবে। (ঙ) নদীর পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ট্রিটমেন্ট প্লান্টের ব্যবস্থা করতে হবে। (চ) জাহাজে ময়লা ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ডাস্টবিন রাখতে হবে। (ছ) লঞ্চে/জাহাজে পর্যাপ্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা করতে হবে। (জ) জাহাজে বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করতে হবে।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ বিআইডব্লিউটিএ /বিআইডব্লিউটিসি

২। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
২৪/০৬/২০১৯
(মোঃ আবদুস সামাদ)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

নং-১৮.০০.০০০০.০১৬.০৬.০০৪.১৮- তারিখঃ ২৫-০৬-২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান, চবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/মোবক/বাস্থবক/পাবক/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গভীর সমুদ্র বন্দর সেল, বেইলী রোড, ঢাকা।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
৫। যুগ্মসচিব, মোবক/ বাস্থবক/ প্রশাসন, বাজেট ও পাবক/টিএ/জাহাজ-১/জাহাজ-২/আই.ও/ চবক ও উন্নয়ন/চবক-২/ টিসি ও অডিট/যুগ্মপ্রধান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৬। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, জুলদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম-৪২০৬।
৭। উপসচিব, চবক/টিসি/অডিট ও আইন/পাবক/বিএসসি ও জানরক/টিএ/বাজেট/জাহাজ/পরিকল্পনা/নৌ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ/আই.ও/বাস্থবক/মোবক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৮। উপ-প্রধান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৯। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, দক্ষিণ হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪১০০।
১০। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (বাস্থবক ও মোবক/প্রশাসন/বিএসসি/বাজেট), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১১। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (পরিঃ-১/২/৩/৪/৫), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
১২। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
১৩। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বন্দর-১/বন্দর-২/উন্নয়ন/সংস্থা-১/সংস্থা-২/উন্নয়ন মনিটরিং ও মোবক) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৪। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

২৫.০৬.১৯
(এ টি এম আজহারুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৫৬৮

১৬-০৬-২০১৯ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষরঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর	মোবাইল/ফোন নাম্বার	স্বাক্ষর
১.	[illegible] অতি: সচিব	০১৭১২ ৫০৭৩৫৮	[illegible]
২.	[illegible] সৈয়দ আরিফুল ইসলাম	০১৭৩১৬৮৫৬৪৭	[illegible] ১৬/৬/১৯
৩.	মো: মাহবুবুর রশিদ অতি: সচিব	01730080/64	[illegible] ১৬.৬.২০১৯
৪.	সাবলা জেসমিন অতি: সচিব, নৌপম	০১৮১৬ ৭২ ০৬ ০৯	[illegible] ১৬/৬/২০১৯
৫.	অনন্য [illegible] দাস অতি: সচিব (নৌপম)	01715017155	[illegible] ১৬/৬
৬.	মো: সামেদুল ইসলাম অতি: সচিব, নৌপম	01765424765	[illegible] ১৬/৬/১৯
৭.	[illegible] কুমার [illegible] অতি: সচিব	01712837223.	[illegible] ১৬/৬/২০১৯
৮.	[illegible] যুগ্মসচিব	01712097830	[illegible] ১৬/৬/১৯
৯.	[illegible] কুমার [illegible] যুগ্মসচিব	০১৭১২৬৮১২৯১	[illegible] ১৬/৬/১৯
১০.	মো: মুহিবুল ইসলাম যুগ্মসচিব (প্রাঃ)	০১৫৫২৪৬৪৮৬২৯	[illegible] ১৬/৬/১৯
১১.	[illegible] উপসচিব, নৌপম	০১৭১১-৯৬ ১৯৯৬	[illegible] ১৬/৬/১৯
১২.	[illegible] উপসচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	০১৭১২৬৯৭৯৬৭	[illegible] ১৬/৬/১৯
১৩.	এ. টি. এম. আজহারুল ইসলাম SAS, নৌপম	01732-527170	[illegible] ১৬.০৬.১৯
১৪.	এ. টি. এম. মোনেমুল হক আইনচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	01922792444	[illegible] ১৬/৬/১৯
১৫.	মো: [illegible] হোসেন, উপসচিব নৌপম	01748602969	[illegible] ১৬.৬.১৯
১৬.	মো: [illegible] হোসেন সরদার CAO	01718221069	[illegible] ১৬/৬/১৯
১৭.	[illegible]	০১৭১৭০৬৪৯১৭	[illegible] ১৬/৬/১৯

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর	মোবাইল/ফোন নাম্বার	স্বাক্ষর
১৮	কাজী নজরুল ইসলাম, উপসচিব, নৌপম	01713477540	[signature]
১৯.	মো: মতিউর রহমান মিয়া, উপ-সচিব, নৌপম	01712217640	[signature]
২০.	মো: আলাউদ্দিন, সহকারী সচিব, নৌপম	01817509277	[signature]
২১.	মো: নজরুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব, নৌপম	01552-498793	[signature] [illegible]
২২.	খালেদ মাহমুদ, সচিব, [illegible]	01818331678	[signature] [illegible]
২৩.	এম.এম. আলমগীর, সহকারী প্রধান, নৌপম	01722989956	[signature]
২৪.	মো: [illegible], A-O [illegible]	01718245793	[signature]
২৫.	মো: [illegible], [illegible]	01913498615	[signature]
২৬.	মো: নাসির উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, [illegible]	01554337549	নাসির উদ্দিন [illegible]
২৭	মো: [illegible] ইসলাম [illegible]	01711-908578	[signature] 16.06.19
২৮.	এ.বি.এম. [illegible]	01881174812	[signature] 16.6.19
২৯.	[illegible] PD. 35 [illegible]	01731015257	[signature] 16.6
৩০.	মো: [illegible] ইসলাম, [illegible]	[illegible]	[signature]
৩১.	[illegible]	[illegible]	[signature]
৩২.	[illegible]	[illegible]	[signature]

C:\Users\User\Desktop\Somonnoy Sova\attendence.docx

৩৩.	ড. মো. আব্দুল [illegible] যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), নৌপম	01303352217	
৩৪.	[illegible] আনোয়ার হোসেন সদস্য (প্রকৌশল), চবক	01701336677	
৩৫.	ক্যাপ্টেন [illegible] সদস্য (প্রকৌশল) [illegible]	01715861316	
৩৬.	[illegible]	01714296759	
৩৭.	মো: মমিনুর রশিদ পরিচালক প্রশাসন, চবক	01712510061	১৬/০৬/১৯
৩৮.	মো. [illegible] [illegible] প্রশাসক, চবক	01712736956	১৬/৬/১৯
৩৯.	কমান্ড. [illegible]	01711151651/ [illegible]	১৬/৬/১৯
৪০.	মো: মাসুদুল [illegible]	01816632086 MPA	16/6/19
৪১.	[illegible] পরিচালক ([illegible])	9563188	১৬/৬/১৯
৪২.	[illegible] পরিচালক, [illegible]	01558311039	১৬/০৬/১৯
৪৩.	মো. মামুন কবীর [illegible] প্রকল্প পরিচালক [illegible]	01716592936	১৬/৬/১৯
৪৪.	[illegible]	01554330893	
৪৫.	মোহাম্মদ [illegible] PS to Secretary	01714465819	১৬/০৬/১৯
৪৬.	[illegible]	01711602622	১৬/৬/১৯
৪৭.	মো: [illegible]	01554337764	
৪৮.	মোহাম্মদ [illegible] প্রধান নির্বাহী [illegible], চবক	01715502007	
৪৯.	[illegible]	01718006699 [illegible]	16.06.2019.
৫০.	মো: [illegible] ইসলাম CMC, and PD	01712297486	16-06-19

৫১.	কাজী ওয়াকিল নওয়াজ সচিব, বি. পোর্ট অথরিটি, চি.	01715001164	[signature] ২৩/৬/১৯
৫২.	আবুল কালাম আজাদ উপসচিব (বন্দর-প্রশাসন) (প্র:)	01714-358153	[signature] ১৬/৬/১৯
৫৩.	মোঃ আমিনুল হক পরিকল্পনা প্রধান	01673903179	[signature] ১৬/০৬/১৯
৫৪.	জাহিদুল আলম প্রকল্প পরিচালক/[illegible]	01711-781518	[signature]
৫৫.	মোঃ আমিনুল হাসান চৌধুরী	01819-415416	[signature]
৫৬.	সাবরিনা হক প্রধান পরিকল্পনা/বেজা	01832226757	Sabrina
৫৭.	[illegible] যুগ্ম পরিচালক	01711450245	[signature]
৫৮.	হাসিনা বেগম সহকারী প্রধান - [illegible]	01819367684	[signature] ১৬/৬/১৯
৫৯.	জাকিয়া আলম, উপ-পরি: (ট্রা:) ও প্রকল্প পরিচালক, BIWTA	01726744296	[signature] ১৬/৬/১৯
৬০.	মো: মিজানুর রহমান প্রকল্প পরিচালক, [illegible]	০১৭১৭-৬২০০৫৮	[signature]
৬১.	মো: সাহিদুল ইসলাম যুগ্ম সহকারী সচিব (সমন্বয়) [illegible]	01758618025	[signature] 16/6/19
৬২.			
৬৩.			
৬৪.			
৬৫.			
৬৬.			
৬৭.			
৬৮.			